সংবাদ

তারিখ 11 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে বিশেষজ্ঞ প্রেরণে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বজনপ্রীতি

খুলনা ব্যুরো

দলীয় বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত শীর্ষ কর্মকর্তাদের স্বজনপ্রীতির কারণে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি আবারও ক্ষুণ্ন হতে চলেছে। বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের স্পেশাল এলোকেশনে গবেষণা প্রকল্পে পাঠানো হয়েছে নিজস্ব লোক। প্রায় ১২ কোটি টাকা বণ্টনের লক্ষ্যে বাছাই কমিটি গঠনের নিমিত্তে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা গবেষকদের তুলনায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ গবেষকদের মান নিয়ে খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, বিজ্ঞান-তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে স্পেসাল এলোকেশনে গবেষণা খাতের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রায় ১২ কোটি টাকা বণ্টনের লক্ষ্যে সরকার একটি বাছাই কমিটি করে থাকে। এ কমিটি গঠনের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ গবেষকদের নাম চাওয়া হয়। সে হিসেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোনীত দুই সদস্যের একটি তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। ফিজিক্যাল সায়েন্সের আওতাধীন গবেষণা প্রকল্প মূল্যায়ন ও বাজেট বরাদ্দের জন্য গণিত ডিসিপ্লিনের সহযোগী অধ্যাপক মো. রফিকুল ইসলাম এবং একই ডিসিপ্লিনের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ হায়দার আলী বিশ্বাসকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোনয়ন দেয়া হয়। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে তিনজন ডক্টরেট ডিগ্রিধারী এবং পদার্থ বিজ্ঞানে একজন পোস্ট ডক্টরেট ডিগ্রিধারী সহযোগী অধ্যাপক রয়েছেন। এদের মধ্যে দুই জনের ৫০টিরও বেশি প্রকাশনা রয়েছে। তাদের বাদ দিয়ে রফিকুল ইসলামকে মনোনয়ন দেয়া শিক্ষকসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। রফিকুল ইসলামের আন্তর্জাতিক কোন প্রকাশনা বা পিএইচডি ডিগ্রি নেই। ২০০২ সালে হায়দার আলী বিশ্বাস খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে যোগদান করে বর্তমানে সহকারি অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। তিনি নন থিসিস গ্রুপে গণিতে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি করেন।